OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 177 - 186
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

লেখিকাদের স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের মেয়েলি ছাঁচ : সুখলতা রাও এবং আশালতা সিংহ

অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য
পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sauren@ugb.ac.in
ও
লোপামুদ্রা পাল
সহযোগী অধ্যাপক
ফকিরচাঁদ কলেজ
Email ID : lopamudra.palchakraborty@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
School, Discourse, Patriarchy, Power, Children, Protest, Observation, Lifestyle

Abstract
If we look at the stories written for children and teenagers in Bengali, we can understand that most of them are somehow related to school. In Bengali, we can call such stories 'Schooler Galpo'. The experiences that the storytellers have while observing the familiar environment are expressed through their creative works, brightened by the light of their own understanding and consciousness; but within the environment lies the rhetoric of power. As a result, the voice of women is suppressed next to the dominant patriarchal accent. In practice, the language of protest creates a language that is actually just a counter-narrative. But the women writer's language is also trapped in the patriarchal narrative. We have to find the own voice of women's personal space. We have tried to understand the feminine mold of school stories from the stories written by Sukhalata Rao and Ashalata Singha. Just as 'Barnaparichay' of Ishwar Chandra Vidyasagar not only introduces children to the alphabet, but also makes the duties and non-duties of life clear, similarly, Kamini Sundari Devi's 'Bamabodhika' mainly taught morals along with alphabetical lesson to girls. The timid, fearful, and gawky women shown in 'Bamabodhika' became the ideals for the main characters of women writers of later period. Even a review of school stories will show the dichotomous division of boy's and girls' food habits, clothing, language, habits, thoughts, and cognitions. The language and behaviour of the female characters created by the two writers are different from the male characters they wrote. For example, the life style of Ranu in Sukhalata Rao's story 'Bhalo Pari O Mondo Pari' is different from the male characters namely 'Buddhiman', 'Bittoban',

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

and 'Chittotosh' in the same writer's story 'Tin Bandhu'. Although, in Ashalata Singha's story 'Chhera Moja', Mini is the best student in class, the author has perfected her by transforming into the perfect wife of a man who returned from England. Although, there is a hint of the author's own voice in the story at some places. In the content of the story 'Subodhini', author Ashalata has shown her uniqueness. It is not a school story, but the story of entering into school is important for girls in colonial India, Ashalata has made it understand. The language style and narration of the women authors are also different.

Discussion

বাংলা শিশু সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসর পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় অধিকাংশ গল্পে বিদ্যালয়ের স্পর্শ লেগে আছে। আসলে গৃহের একক স্কুলের মাঠে হয়েছে যৌথ; বাড়ির সাধারণ, বিদ্যালয়ের আর পাঁচজনের মধ্যে বিশেষ হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রামধনুর উজ্জ্বলতা ও সম্ভাবনা কোন লেখকই বা এড়িয়ে যেতে পারেন? তাই শিশুসাহিত্যের জগৎ যে আসলে স্কুলের গল্পে ঠাসা থাকবে তা বলাই বাহুল্য। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় (১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশের তেরো বৎসর পর প্রকাশিত হয়েছিল কামিনীসুন্দরী দেবীর লেখা 'বামাবোধিকা'। এই শিশুপাঠ্য প্রাইমারের আখ্যাপত্রেই লেখিকা লিখেছিলেন, -

> "ইহা পাঠ করিলে বালিকাদিগের অবশ্যই বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জন্মিবে...কেন না ইহাতে বালিকাদিগের স্বভাব বর্ণিত আছে।"[১]

অর্থাৎ লেখিকা বালিকাদের স্বভাব যে বালকদের স্বভাবের থেকে পৃথক প্রথমেই তা পাঠকমনে মুদ্রিত করে দিচ্ছেন।

বর্ণপরিচয়ে যেমন গোপাল-রাখাল, বামাবোধিকায় তেমনই বরদা-সারদার গল্প শোনা গেল। গোপাল এবং বরদা দুজনেই ভালো হলেও তাদের গুণাবলী পৃথক। তারা যথাক্রমে সকল বালক এবং সকল বালিকার আদর্শ। গোপাল 'একদিনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না।'[২] 'গোপাল কখনও লেখাপড়ায় অবহেলা করে না।'[৩] অর্থাৎ বালক বয়সে ভালোভাবে পড়াশোনা করা, বড়োদের কথার বাধ্য হওয়া, ভাইবোনদের স্নেহ করা, ঝগড়া মারামারি না করাই ভবিষ্যতের সুনাগরিকের কর্তব্য। গোপালের এবম্বিধ গুণাবলি দিয়ে বালকদের মান্য স্বভাবও স্থিরীকৃত হল।

অন্যদিকে বামাবোধিকার বরদা নারীর আদর্শ; সে 'স্বাভাবিক ধীরা', 'সর্ব্বদা সভয়া',[৪] পরোপকারিণী। গোপালের গায়ে শক্তি থাকলেও সে নিতান্ত ভদ্রতায় মারামারি করে না, অন্যদিকে বরদাদের সবসময় সন্ত্রস্ত থাকাই যেন দস্তুর।

স্বভাবের অন্য দিকটিও রাখাল ও সারদার ক্ষেত্রে পৃথক। রাখাল সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখলেন, 'খেলিবার সময় সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে', 'রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না'।[৫] অন্যদিকে সারদা 'ভারি কটুভাষিনী', 'ব্যঙ্গে-গালাগালিতে উচ্চাঙ্গের পটিয়সী'।[৬] অর্থাৎ রাখালের দুষ্টুমির ভাষা ও সারদা ভালো মেয়ে না হওয়ার কারণ পৃথক। শিশুপাঠ্য প্রাইমারই ঠিক করে দিচ্ছে সমাজে খারাপ হওয়ার শর্তাবলী।

বামাবোধিকার সবচেয়ে মোক্ষম নির্দেশটি দিয়েছিলেন 'বাঁড়ুয্যেদের রাজলক্ষ্মীর মা'। তিনি মুখুয্যে পরিবারের মেয়েদের বোঝান যে স্বামী ভিন্ন মেয়েদের গতি নেই। সভ্য শিক্ষিত ছেলেদের মনোমত হতে চাইলে মেয়েদের লেখাপড়ায় মন দিতেই হবে।

> "স্বামী আদর করিলেই মেয়ে মানুষের সৌভাগ্য, না করিলেই [যে] বিষম।"[৭]

অর্থাৎ ব্যক্তিগত কারণে নয়, স্বামীর মনোমত হতে পারাই স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে ১৮৪৯ সালে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব 'Calcutta Female School' প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে ভর্তি করে দেন। "দেশের হতভাগ্য নারীদের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হইয়া অজ্ঞানাস্বরূপ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস"[৮] বেথুন করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি 'শিশুশিক্ষা' নামে একটি প্রাইমার রচনা করে তাঁকেই উৎসর্গ করেন।

যে বইটি রচিত হল শিশুদের জন্য, বিশেষভাবে বালিকাদের জন্য সেখানে শিশুদের যা যা করণীয় তার তালিকা থাকলেও একটিমাত্র বালকের নাম উল্লেখ আছে।

'রামনাথ' নামে একটি বালক ছাড়া এই পুস্তকে কোনও বালিকার নাম নেই। যদিও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'য় বালক বালিকার বিভেদ অনেক কম। প্রায় নেই বললেই চলে।

ঊনবিংশ শতকের শিশুপাঠ্য প্রাইমার উপনিবেশের প্রাথমিক পর্বে বালক ও বালিকা দের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য, অকর্তব্য স্থির করে দিল। পরবর্তীকালের শতাধিক বছরের বাংলা সাহিত্যে যেন তারই প্রতিফলন। সতীদাহ (১৮২৯ খ্রি.), বিধবা বিবাহ (১৮৫৬ খ্রি.), বহুবিবাহ রদ ইত্যাদির সংস্কারের জন্য আইন প্রণীত হল, নারীদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসা হল, কিন্তু পুরুষ ও নারীর খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, স্বভাব, ভাবনার সামাজিক দ্বিকোটিক বিভাজন থেকেই গেল। এমনকি লেখিকাদের রচনাতেও তার প্রতিফলন আছে। যদিও ব্যতিক্রমও যে নেই তা নয়।

আমরা এই আলোচনা প্রাঞ্জল করার জন্য সুখলতা রাও এবং আশালতা সিংহের কয়েকটি গল্প বেছে নিয়েছি।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়িতে যে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১২৯২ বঙ্গাব্দ, শ্রাবণ সংখ্যা) 'পরীক্ষা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখিকা ইউনিভার্সিটির পরিক্ষার্থিণী জনৈকা বালিকা। লেখিকার বক্তব্য পুরুষদের পরীক্ষা পাশ করে চাকুরী পেতে হয় তাই তাদের পক্ষে পরীক্ষা জরুরী কিন্তু "বাস্তবিক মেয়েদের নামের পিছনে বি.এ., এম.এ. ডিগ্রি ও পৌরুষিক পদবীগুলো যে কীরূপ কিম্ভূতকিমাকার দেখায় তা বলা যায় না।"[৯] বলা নিষ্প্রয়োজন যে নারীশিক্ষা নারীদের কাছেই তাদের উদ্দেশ্যের স্পষ্টতায় ধরা দেয়নি।

যদিও স্কুলকেন্দ্রিক গল্প নয় তবুও রাধারানী দেবীর (১৯০৩ খ্রি. - ১৯৮১ খ্রি.) 'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ' গল্পটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। গল্পের নায়িকা বিন্দু বুদ্ধিমতী, ঋজু ও স্পষ্টভাষিণী, ভাগ্যের ফেরে মায়ের ইচ্ছায় সে বিয়ে করে বৈধব্য মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল, লেখাপড়া সম্পূর্ণ করতে পারেনি। নিয়ম ভাঙ্গা নয়, যেন কঠোরভাবে নিয়ম পালনের মধ্যেই তার জীবনে প্রকাশ ও বিদ্রোহ ঘটেছে।[১০] অর্থাৎ স্কুলে পড়ার সুযোগ পাওয়ার গল্পও বাংলায় লেখা হয়েছিল।

এই দুই লেখিকাদের রচনায় স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের কন্যারা কীভাবে চিত্রিত, তাদের বাচন ভঙ্গিমাই বা কেমন, আবার এই লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্রগুলি কিঞ্চিৎ অন্যরকম কি না সবই আমরা অনুপুঙ্খভাবে দেখার চেষ্টা করবো।

সুখলতা রাও (১৮৮৬ খ্রি.-১৯৬৯ খ্রি.) :

সুখলতা রাওয়ের গল্প 'আলিভুলির দেশে' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে; ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায়। বহু পরে আরও কয়েকটি গল্প সহ 'আলিভুলির দেশে' শিরনামে একটি বই প্রকাশিত হয়। ছোটোদের গল্প হলেও এই গল্পগুলির সবকটিকে স্কুলের গল্প বলা যায় না। আমরা আলোচনায় কেবল স্কুলকেন্দ্রিক গল্পগুলিকেই বেছে নেব। লেখিকার আর দুটি বই 'সোনার ময়ূর' এবং 'নূতনতর গল্প' থেকেও একটি করে গল্প গৃহীত হল।

গল্পগুলির মধ্যে নূতনতর গল্পের 'ভালো পরী ও মন্দ পরী'র গল্পের নায়িকা রানু। একমাত্র এই স্কুল কেন্দ্রিক গল্পটির মুখ্য চরিত্র একটি বালিকা।

রানুর দুইকানে দুই পরীর বাস, ভালো পরী আর মন্দ পরী। ভালো পরী রানুকে ক্রমাগত ভালো ভালো পরামর্শ দেয়, কিন্তু অন্যদিকে মন্দ পরীও অন্যকানে অসৎ পরামর্শ দিতেই থাকে। রানু প্রথমে মন দিয়ে পড়াশোনা করলেও মন্দ পরীর কুপরামর্শে আজকাল সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে না। ইস্কুলের পড়া করে না। সকালবেলা কোনও রকমে বইতে চোখ বুলিয়ে স্কুলের গাড়ি চেপে সেখানে গিয়ে আর পড়া পারে না। তাড়াতাড়ি বই গোছাতে গিয়ে পেনসিল ভেঙে বাবার টেবিল থেকে পেনসিল নিতে গিয়ে দোয়াত উল্টে জরুরি কাগজপত্র নষ্ট হল। বকা খেয়ে গেল বাড়ির কাজের লোক। মন্দ পরীর পরামর্শে রানু তাও নিজের অপরাধ স্বীকার করে না। অবশেষে একদিন রানুর মা তাকে বোনকে দেখতে বলে রান্নাঘরে

কাজে গেলেন। কিন্তু উঠোনে বাঁদরওয়ালা ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখাতে এলে রানু মন্দ পরীর পরামর্শে ছুটে গেল খেলা দেখতে। বোন খাট থেকে পড়ে গিয়ে তার কপাল ফেটে গিয়ে প্রচুর রক্ত বেরোলে অবশেষে রানু অনুতপ্ত হয়।

> "সেই যে সেদিন রানু কান থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল মন্দ পরীকে, আর কখনও তাকে কাছে আসতে দিল না।"[১১]

সুখলতা রাও বিশ্বাস করতেন, -

> "আমি এই বুঝি যে সেই সাহিত্যই সার্থক যা মানুষকে জ্ঞানের পথে, কর্মের পথে, শুভবুদ্ধির পথে অগ্রসর করে নিয়ে যায়।"[১২]

তাঁর অন্যান্য গল্পের মতোই আলোচ্য গল্পটিতেও তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যক্তি ও বৃহত্তর জগতের জন্য যা ভালো সুখলতা বরাবর তাঁর শিশুপাঠ্য সাহিত্যে তা পরিবেশন করেছেন। তবে গল্পগুলি আর একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এর মধ্যে এক ধরনের নির্দিষ্ট বয়ান আছে যা ভবিষ্যতের নারীকেই প্রস্তুত করে। পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোতে নারীর যে অবস্থান ঠিক করা আছে গল্পটিতে যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

রানু পুতুল খেলে। তার অপরাধ বা দুষ্টুমিও ঘরের মধ্যে সীমায়িত। বাবার দোয়াত উল্টে গেলে বাড়ির সুচারু পরিবেশ নষ্ট হয়; অন্যদিকে মা রান্নাঘরে গেলে যে ছোট বোনটিকে সামলানোর দায়িত্ব দিদির এ তথ্য ভারতীয় সমাজে কে না জানে?

রবীন্দ্রনাথ ও ১৯০৩ বঙ্গাব্দে 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে 'দিদি' কবিতায় লিখেছিলেন–

> "ভরা ঘট লয়ে মাথে,
> বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
> ধরি শিশুকর - জননীর প্রতিনিধি,
> কর্মভারে-অবনত অতি ছোটো দিদি।"[১৩]

সুখলতা রাও সাহিত্যের মাধ্যমে যে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হওয়ার কথায় বিশ্বাস করেন সেই চেতনা আগাপাশতলা পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতেই মোড়া।

উঠোনে বাঁদর নাচওলা ডুগডুগি বাজিয়ে ডাক দিচ্ছে। সে বলছে, "বাঁদরী শ্বশুরবাড়ি যাবে...এ।"[১৪] বাঁদরী লাল ঘাগড়া পরে, লাল ওড়নার ঘোমটা টেনে, ঘুরে ফিরে নাচছে। লক্ষণীয় গল্পটির বাঁদরনাচওয়ালাও ও স্ত্রী বানরটিকেও ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে চায়। কি বানরী, কি মানবী, সব প্রজাতির স্ত্রীজাতির এছাড়াও যে অন্য কোনও সমর্থনযোগ্য ভবিষ্যৎ হতে পারে সমাজ যেন তা মানতে পারে না। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা, সুকুমার রায়ের দিদি ও ব্যতিক্রমী হতে পারেন নি। লেখিকার গল্পের মেয়েলি ছাঁচটি স্পষ্ট।

সুখলতার আরও তিনটি স্কুলকেন্দ্রিক গল্প আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করবো যেখানে মুখ্য চরিত্র ছেলেরা।

সুখলতা রাও তাঁর প্রথম গল্পের বই 'সোনার ময়ূর' এ 'তিন বন্ধু' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। গল্পের ছাঁচটি অনেকটা পঞ্চতন্ত্রের গল্প বা ভারতীয় অন্যান্য নীতিকথা মূলক গল্পের মতো। যদিও গল্পটি শেষে যে অসাধারণত্বে উত্তীর্ণ হয় তা বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। গল্পটির সঙ্গে একমাত্র তাঁর ভাই সুকুমার রায়ের 'অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'রাজার অসুখ' গল্পটিরই তুলনা চলে।

অবশ্যই উল্লেখ্য 'তিন বন্ধু' গল্পের চরিত্র তিনটি মেয়ে নয়। কিন্তু লেখিকা সুখলতা 'ভালো পরী ও মন্দ পরী' গল্পের রানুর পাশাপাশি যখন অন্য গল্পটিতে বুদ্ধিমান, বিত্তরাজ এবং চিত্ততোষের গল্প বর্ণনা করেন তখন তাঁর উপস্থাপনের ভাষা এবং চরিত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যে বদল হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দেবো।

দেশের রাজার সভাপন্ডিতের ছেলে বুদ্ধিমান, বণিকপুত্র বৃত্তরাজ আর গঙ্গার ধারের শ্রমিকের ছেলে চিত্ততোষ গুরুগৃহে থেকে পড়ে।[১৫] তাদের গভীর বন্ধুত্ব; তারা পরস্পরের কাছে মনের কথা গোপন করত না। তারা গুরুগৃহ থেকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেরিয়ে 'জ্ঞানীবাবা'র দর্শনে গেল উঁচু পাহাড়ে গভীর জঙ্গলে। তারা জ্ঞানী বাবার গুহায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় স্বপ্নে দেখতে পেল অপূর্ব এক মানুষকে যিনি একটি চাকা বনবন করে ঘোরাচ্ছেন। তারা জানতে পারল ইনি সময়।

তিনি বললেন, -

> "পাও না কি? সময়ে কাজ করলে সবই পেতে পারো। দেরী বা আলস্য করে সময় নষ্ট করলে কখনো বড় কাজ করতে পারবেনা।"[১৬]

বুদ্ধিমান রাজার মূল পরামর্শদাতা হলেও দেশে হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধে মারা যায়, বিত্তরাজের অগাধ অর্থের জন্য ছেলেরা মূর্খ হয়ে থাকে। এই দুই বন্ধু গরীব অসুস্থ চিত্ততোষের কাছে পৌঁছে দেখতে পায় সে তার জমির ধান গরীবের মাঝে বিলিয়ে আনন্দে আছে। চিত্ততোষ বলে, -

> "শোন, আজকাল প্রায়ই আমি সময়বুড়োকে স্বপ্নে দেখি। তাঁর চাকা থেকে ঝরে পড়ছে রাশি রাশি ফুল - কী সুন্দর, কী চমৎকার গন্ধ!"[১৭]

বিত্তবান ভাবে বাড়ি ফিরে সব অর্থ গরীবকে বিতরণ করে দেবে। কিন্তু পন্ডিত বুদ্ধিমান তাকে বুঝিয়ে বলে,-

> "কেবল টাকা দিলেই কি সুখী হওয়া যায়? যদি চিতুর মতো ভালবাসা দিতে পার, তবে বুঝি সুখী হতে পারো তার মতো।"[১৮]

সুখলতার অপূর্ব এই গল্পের আবেদন শুধু শিশু-কিশোরদের নয়, যে কোনও পাঠকের হৃদয় ভরিয়ে দেয়। এমন গভীর জীবনবোধের গল্প বাংলা স্কুলের গল্পের জগতের অনন্য সম্পদ।

লক্ষণীয় সমাজের তিনটি স্তর থেকে উঠে আসা তিন বন্ধু যে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে জীবনকে, সময়কে সার্বিকভাবে বুঝে নিতে চাইছে 'ভালো পরী ও মন্দ পরী'র রানুর ক্ষেত্রে তা হয়নি। তিনটি ছাত্রকে সুখলতা যে অবলীলায় গভীর জঙ্গলে জীবনের সত্য সন্ধানে পাঠিয়ে দেন রানু তা পারে না। সে তার ছোট্ট জীবনের কৈশোরের আহ্লাদ মেটাতে বারান্দায় বানর নাচের খেলা দেখার অনুমতিও পায় না। অনুজার তত্ত্বাবধানের বেড়ায় তাকে আটকে দেওয়া হয়। তার জন্য তৈরি হয় জীবনে বাঁচার অন্যতর মেয়েলি মাত্রা যা বৃহত্তর জীবনের কথা তো বলেই না, বরং পুরুষতান্ত্রিক খাঁচার বেঁধে দেওয়া কর্তব্যগুলিই প্রকট হয়ে ওঠে।

উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা, সুকুমারের অগ্রজা সুখলতা রাও নিজে কিছুটা ব্রাহ্ম পরিবারের মুক্ত পরিবেশের স্বাদ অর্জন করলেও তাঁর রচনার পুরুষ ও নারী শিশুচরিত্রগুলি আলাদা হয়ে গেছে।

'আলিভুলির দেশে' বই থেকে আর দুটি গল্প উল্লেখ প্রয়োজন, 'বাঁধন' আর 'বন্ধু'।

'বাঁধন' গল্পটিতে পোষ্যপ্রাণীর কষ্ট ও তার মুক্তির কথা বিবৃত করেছেন সুখলতা। স্কুল পড়ুয়া বালক ননী বাগানে গিয়ে দেখে গাঙশালিক, মধু টুনটুনি, মাছরাঙা। তার খাঁচায় আছে ময়না আর চন্দনা। ননী ভজুয়া চাকরের সঙ্গে যাওয়ার পথে এক বুড়ির পোষা বাঁদরকে দেখে ফেলে ও প্রতিদিন তার টিফিনের কলাটি দিতে থাকে। তার মনে হয়, -

> "বানরের মুখ কেমন মানুষের মুখের মতো, না? বানর ছানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ননীর চোখে কেবল জল আসতে লাগল।"[১৯]

ননী পরবর্তীকালে মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বানরটিকে কিনে নেয় ও জন্মদিনে বানরছানা, চন্দনা, ময়না সবাইকে বাগানে মুক্ত করে দেয়। প্রথমে তারা ঘুরে ফিরে এলেও পরে আর আসতো না।

ননীর প্রথম থেকেই মায়ের কাছে প্রশ্ন ছিল, -

> "মা, তুমি যেমন আমাকে ভালোবাস, বানরের মাও কি তাকে তেমনি ভালোবাসে?

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মা বললেন, বাসে, বই কি বাবা। তবে জীবজন্তু বাচ্চা যতদিন ছোট থাকে, যতদিন মা'র ভালবাসা না পেলে বাচ্চা বাঁচে না, ততদিনই ভালবাসে। বড় হলে বাচ্চাদের ভুলে যায়, চিনতেও পারে না।
মা, ওর বাচ্চার জন্য বানরটা এখন কাঁদছে? তার খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই?
ঘুমোও বাবা। রাত হল।"[২০]

স্কুলপড়ুয়া এক বালকের সংবেদনশীলতার উন্মেষ এবং সেই অনুযায়ী তার পশু পাখিদের প্রতি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে পাঠককে মুগ্ধ করে। লেখিকার যদি কোনও নীতিবাক্য শেখানোর উদ্দেশ্য থাকে তাও কোথাও শিল্পোৎকর্ষের চমৎকারিত্বে বিলীন হয়েছে।

লক্ষণীয় ননী এবং মায়ের কথোপকথন। মা যে আশ্বাস দিয়ে সন্তানকে ঘুমপাড়ান ও যে যত্নে তার একান্ত গোপন প্রশ্নগুলির জবাব দেন তারই প্রতিধ্বনি উদ্ধৃতাংশে। লেখিকার এই মেয়েলি ভাষা গল্পটিকে নিঃসন্দেহে অন্যতর মাত্রা দিয়েছে।

সুখলতা রাওয়ের 'বন্ধু' গল্পটি আবার অন্যরকমের।[২১] টুনু ও বুড়ো সহপাঠী হলেও টুনুরা বড়লোক, বুড়ো ক্লাসে ফার্স্ট হলেও খোলার চালের ঘরে থাকে। স্বভাবতই টুনুর মা চান না বুড়োর সঙ্গে টুনুর বন্ধুত্ব হোক। কিন্তু টুনুদের পোষা বেড়ালকে ফেলে বাড়িশুদ্ধ সবাই দার্জিলিং বেড়াতে গেলে বাড়ির কাজের লোক সেই পোষ্যর কথা ভুলেই গিয়েছিল। জানা গেল বুড়ো চালের ওপর উঠে লাঠির আগায় খাবার বেঁধে খাইয়ে এতোদিন মেনিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবার টুনুর মা বুড়োকে নিজের হাতে পিঠে বানিয়ে খাওয়ালেন আর দুই বন্ধুর মাঝখানে আর কোনও বাধা থাকল না।

সুখলতার বাকি গল্পগুলির তুলনায় এই গল্পটি দুর্বল। গরিবের ছেলে বুড়োকে যেন তার ভালোত্বের প্রমাণ দিতে হল। হয়তো সুখলতা নিজে নারী বলে টুনুর মায়ের অর্থের অহঙ্কার ও শ্রেণি সচেতনতাকে সহজে আঁকতে পেরেছেন। আবার তিনি যখন বুঝেছেন বুড়ো কত ভালো তখন তাঁরও মাতৃত্ব সহজ গতিতে এসেছে। সুখলতা রাও আসলে লেখিকা, এখানেই তাঁর মেয়েলি কলমের জয়।

আশালতা সিংহ (১৯১১ খ্রি.-১৯৮৩ খ্রি.) :

বিংশ শতকের ঔপন্যাসিক আশালতা 'অমিতার প্রেম' নিয়ে ঝড় তুললেও প্রচুর ছোটোগল্পও রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কিশোরদের জন্য লেখা যে গল্পগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটি গল্পকে স্কুলকেন্দ্রিক গল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উত্তর জীবনে লেখিকা আশাপুরী নামে সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর গল্পের মধ্যে সব সময় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিবেশ থাকে।

'ছেঁড়া মোজা' নামে আশালতার স্কুলকেন্দ্রিক গল্পটি তার বয়ান, ভাষা ও চলন অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ।[২২] ক্লাসে মিনি ফার্স্ট হলেও তারা গরীব, মায়ের বাক্সে সেকালের আমলের দু একখানি বেনারসি, শালের শাড়ি, পুরোনো মোজা তোলা আছে। কালেভদ্রে সেই সবই ব্যবহার করা হয়। মিনি পড়াশোনায় নিয়মিত, ভালো কবিতা বলতে পারে ও বুদ্ধিমতী। সহপাঠী বেলার দাদা সোমেনবাবু বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এলে বেলা সেই উপলক্ষে বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন হলে বন্ধুদের সোনালি কাগজে ছাপা কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করে। বন্ধুদের মধ্যে অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত আগ্রহ বাড়ে এবং কে কী সাজগোজ করবে তাই নিয়ে আলোচনাও বাড়তে থাকে।

মিনি বেলার বিশেষ বন্ধু হলেও কারো বাড়ি সে যায় না। তার বাবা কর্পোরেশনের স্কুলে চাকরি করেন, শতখানেক টাকা মাইনে; তার তিনটি ভাই, দুই বোন, বৃদ্ধা দিদিমাও তাদের সঙ্গে থাকেন। দিদিমার আপত্তি থাকলেও মিনি অবশেষে মায়ের পুরোনো সবুজ সিল্কের শাড়িই পরে। দিদির একটু বড়ো পুরোনো একটা হিল জুতো ও একপাটি ছেঁড়া মোজা পরে বেলাদের বাড়ির নিমন্ত্রণে যায়। নামজাদা লোকেরা এসেছিলেন, গ্রামোফোন বাজছিল, আলো ঝলমল সেই অনুষ্ঠানে বিলাত ফেরত সোমেন বাবু ধুতি পাঞ্জাবি পরে পিয়ানো বাজালেন। অনুষ্ঠানে বেলার বন্ধু হেনা বলে তার গলাটা তেমন ভালো নেই, তাই গাইতে পারবে না। আর বান্ধবী বিজলী বলে বক্স হারমোনিয়াম ছাড়া বড় অর্গানে গাওয়ায় সে স্বচ্ছন্দ নয়। অবশেষে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেলা সবাইকে জানায় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' থেকে আবৃত্তি করে মিনি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর কাছ থেকে সোনার মেডেল পেয়েছিল, বরং তাকেই কিছু বলতে বলা হোক।

মিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির কবিতা আবৃত্তি করলো -

"বিলেত দেশটা মাটির - সেটা সোনা রূপার নয়,
তার আকাশেতে সূর্যি ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।
*   *
সেথা পুঁটি মাছের বিয়োয় নাকো টিয়া পাখির ছা
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটে পা।"

হাসলেন সোমেনবাবু, যিনি সদ্য বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি বললেন, -

"এই কথাটি যদি আমাদের দেশের ছেলেরা বেশ ভালোমতো বুঝতে পারে তাহলে খুবই উপকার হয়।"[২৩]

অবশেষে বেলার বাবা কৃষ্ণনাথ বাবু তাঁর বিলেত ফেরত পুত্রের জন্য মিনিকেই মনে মনে নির্বাচিত করে তার বাবাকে চিঠি লিখলেন, -

"কাল রাত্রিতে মিনু মা যখন জুতো খুলছিলেন, তখন তাঁর ছেঁড়া মোজা দেখেই বুঝেছিলাম বড়লোকের ঘরের মেয়ে নন তিনি। তবু কাল রাত্রিতে তাঁর ওই কত লোক ও অত সমারোহের মাঝেও কী চমৎকার স্বপ্রতিভ ভাব, কী সরল ব্যবহার, আমি মুগ্ধ হয়েছি।"[২৪]

মিনি বেলার বৌদি হয়ে বাড়িতে আসার পর বেলা তার কানে বলে –

"ভাই, ভাগ্যে সেদিন তুই ছেঁড়া মোজা পরেছিলি।"[২৫]

গল্পটি স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের চরিত্র বা চরিত্ররা মুখ্যত মেয়েরা না হলে এমন গল্প লেখা হাওয়াই সম্ভব নয়। বাংলায় ভালো ছেলে, দুষ্টু ছেলে, নেতা ছেলে, গ্রামের ছেলে, শহরের ছেলে, মিচকে শয়তান ছেলেদের বর্ণময় মিছিল থাকলেও কেবল তাদের ব্যক্তিগত গুণে বিবাহের সম্বন্ধ আসছে এমন গল্প রচিত হয়নি। কিন্তু স্কুলের কিশোরী শ্রেণিতে প্রথম হতে পারে, 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' থেকে আবৃত্তি করতে পারে বা বিলাত ফেরতের অভিনন্দন অনুষ্ঠানে বিলাত কে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করলেও তার জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা একটি উপযুক্ত বিবাহে। আশালতা সিংহ ব্যক্তি জীবনে শেষে বিবাহকে অস্বীকার করলেও শিশুসাহিত্যে মেয়েদের গল্পে কিন্তু তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন –

"দৃকযন্ত্রের তুলনা অনুসারে মানস মন্ডলের স্থানিক আয়তনে অদলবদল ঘটানোর স্বাধীনতা বাংলা শিশুসাহিত্যের ছেলেরা প্রভূত পেলেও, মেয়েরা তেমন পায়নি - শৈশবলোকের সাহিত্য নির্মিতিতেও মোটের উপর বাঙালি শিশুকন্যার চোখ নজর আব্রু আঁটা; আশু গেরস্থালির আশা আশঙ্কায় অবরুদ্ধ তার মনোদেশ; জোটেনি তার সব প্রস্তুতিতে একাকী বিহারের অনুমতিপত্র।"[২৬]

মিনি কেন তার ভাবী শ্বশুরমশাই কৃষ্ণনাথ বাবুর পছন্দের কারণ হয়ে উঠলো সেই বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো। অতো লোকের মাঝে ছেঁড়া মোজা পায়ে গরিব হওয়া সত্ত্বেও মিনির সপ্রতিভতা ছিল, আর ছিল সরল ব্যবহার। তিনি মিনির বাবাকে আরো লিখেছেন, -

> "এমনই একটি লক্ষ্মী আমি চাই। আশা করি, আপনার কোনো অমত নেই। আপনারা তো আমাদেরই স্বজাত।"[২৭]

এই বাক্যগুলি আমাদের সমাজ বাস্তবতার গভীরটুকু দেখতে সাহায্য করছে। আসলে বুদ্ধিমতী, পড়াশোনায় ভালো নয়, স্বভাবে স্থির, অচঞ্চল কন্যাই সমাজের কাম্য। আশালতা দেবীও পুরুষতান্ত্রিক বয়ানে গঠিত সামাজিক খাঁচার বাইরে কিশোর পাঠককে নিয়ে যেতে পারলেন না বা চাইলেন না।

অন্যদিকে সামাজিক শ্রেণী, বর্ণ, শিশুসাহিত্যের পাতাতেও স্থান পেল। যদিও যে কোনোও সাহিত্যই জীবনের সত্য নয়, আরো বড়ো কোনও সত্যের সন্ধান করে, তবুও এটা দুর্ভাগ্যজনক, গল্পের মুখ্য চরিত্র যখন কিশোরী কন্যা তখন তা সমাজও তার নীতি সংস্কারের নিগড়েই বাঁধা থাকে।

'ছেঁড়া মোজা' গল্পের উপস্থাপনশৈলী ও ভাষাও বিশেষ মেয়েলি ছাঁদের।

> "এই নাও ভাই। অবশ্য যেন সন্ধে সাতটার মধ্যে যেয়ো, দেরি করো না। এই তোমাদের ছাপানো নিমন্ত্রণ চিঠি।
> মিনতি জিজ্ঞেস করল, 'ভাই বেলা, তোমার দাদা বিলেত থেকে পিয়ানো বাজাতে শিখে এসেছেন?'
> 'শুধু পিয়ানো কেন, তিনি বেহালা বাজাতেও শিখেছেন, এমন চমৎকার ফটো তুলেছেন সেখানকার কত জায়গার। তোমরা যেয়ো, তখন সবই দেখবে।' বেলা তার চুলের ফিতেটা ভালো করে বেঁধে নিতে নিতে বলল।"[২৮]

কিশোরী মেয়েদের নিজের চুল ঠিক করতে করতে কথা বলা, কথায় কথায় ভাই সম্মোধন, দাদার গৌরবে গৌরবান্বিত বোনের কথার উপস্থাপনের অঙ্গভঙ্গি - এই সবকিছুর মধ্যে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটা ছাঁদ আছে। আশালতা সিংহের পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি একটি কিশোরী ছাত্রীকেও সেই ছকের বাইরে আঁকতে চাননি।

'ছেঁড়ামোজা' গল্পের রক্ষণশীলতার চূড়ান্ত প্রতীক মিনির দিদিমা। যিনি ঝংকার দিয়ে বলে ওঠেন, -

> "চোদ্দো পনেরো বছরের ধাড়ি মেয়ে আর নেমন্তনে যায় না। মা বাপে আদর দিয়েই এতখানি বাড়িয়ে তুলেছে।"[২৯]

তৎকালীন সামাজিক ছবি দিদিমার উক্তিতে স্পষ্ট, স্পষ্ট মিনির বেদনাবোধও। যদিও মিনির মা মেয়েকে সাজিয়ে নেমন্তনে পাঠাচ্ছেন কিন্তু মুখে কন্যাকে সুশিক্ষা দিয়ে বলেন, -

> "দিদিমার কথায় মন খারাপ করতে নেই। বুড়োমানুষ কখন কী বলতে কী বলে ফেলেন, তার ঠিক নেই।"[৩০]

অর্থাৎ সামাজিক পরিকাঠামোটি ধরে রাখার দায়িত্ব মিনিদেরই। শ্রেণিতে শুধু প্রথম হলেই হবে না, সমাজের ভবিষ্যৎটিও যেন তার নতুন যুগের নীতি নিয়মের বোলচালে ধ্বসে না পড়ে তার দায়িত্ব নিতে হবে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদেরই। উপনিবেশের ইংরেজী শিক্ষায়, বিদেশী বাজনায় ছাত্রী দক্ষ হয়ে উঠলেও অর্থশাস্ত্রী কৌটিল্য এবং মনুসহ যতেক স্মৃতিশাস্ত্রীর বয়ানে গড়ে ওঠা পরিবার তথা সমাজটিকে কোন মতেই দুর্যোগে ফেলা যাবে না। পশ্চিমের ডাকে ঘরের ছেলেরা বাঁধন কাটলেও নারীশিক্ষা এমনভাবেই গড়ে তুলতে হবে যাতে ঘরের সংস্কৃতির ভরাডুবি না হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, শৈশবের ধারণা দানা বেঁধেছে ষোড়শ শতকীয় মানবতাবাদী চিন্তন চর্চা থেকে। সপ্তদশ শতকের এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকভাস্বর যুগ, ঊনবিংশ শতকের ধ্রুববাদী ও হিতবাদী (Positivist & Utilitarian) ঘরানার মধ্য দিয়ে নাগাড়ে পুনর্মূল্যায়িত হতে হতে 'শৈশব' ধারণাটি বর্তমানের আকার পেয়েছে। এখন বলা যায় 'শৈশব' এর যেমন একটি কালিক মাত্রা আছে, তেমনই কিন্তু স্থানিক মাত্রাও আছে। অর্থাৎ সব শৈশব, কৈশোর একইরকম নয়, দেশে দেশে সে আলাদা। আবার রুশো তাঁর 'Emile' বইতে বলেছিলেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"Nature wants children to be children before they are men"[৩১]

অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগে শিশুরা শিশুই থাক। তাই তাদের মনকে বলা হয় ট্যাবুলা রাসা বা শূন্যপট। শিশু কিশোর সম্পর্কে আধুনিক ধারণা যদি এমন হয় তাহলে বাংলা স্কুলকেন্দ্রিক গল্পের মেয়েদের সঙ্গে বা এই শিশুসাহিত্যের পাঠকের সঙ্গে আচরণটি যথাযথ হল কি না প্রশ্ন ওঠে। নিষ্পাপ শিশুদের এমন সামাজিক আচারের মধ্যে ফেলা কি ঠিক হল? বাংলা স্কুল কেন্দ্রিক গল্পের কিশোরদের ক্ষেত্রে এমন কদাপি ঘটেনি; অথচ কিশোরীদের গল্পে যা অনায়াসে দেখা গেল।

আশালতা সিংহের 'মনস্তত্ত্ব' গল্পটি এই আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। বাবা, মা এবং কন্যা এবং তার পড়াশোনা করা উচিত কিনা এই নিয়ে তিনজনের মধ্যে টানাপোড়েন এই গল্পের উপজীব্য। বাবা নারীপ্রগতির প্রতিবাদে এবং মেয়েদের লেখাপড়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট জোরালো ভাষায় কলম ধরেন। এমনই একদিন সকালবেলা তিনি যখন খবরের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত তখন -

> "...মেয়েটি আসিয়া আব্দারের সুরে কহিল, বাবা আমি স্কুলে ভর্তি হবো। বীণা, রমা, ইলা, বেবী সবাই তো স্কুলে পড়ে। অবনী বাবু বলছিলেন আমি যদি স্কুলে ভর্ত্তি হই খুব অল্প বয়সেই ম্যাট্রিক দেব। আমি যেন একেবারে আকাশ হইতে পরিলাম। বীণা, রমা, বেবী এসব যে একেবারে অতি আধুনিক নাম। অল্প বয়সে ম্যাট্রিক এসব ভয়ংকর কথা সুবোধিনী শিখিল কোথা হইতে?"[৩২]

সুবোধিনী মা ও বাবার মতোই ধারণা পোষণ করলেও ন'বছরের মেয়েটি ততদিনে আদর্শ হিসাবে সামনে পেয়ে গেছে স্কুল শিক্ষিকা ননীদিকে। তিনি ন'টার মধ্যে তৈরি হয়ে স্কুলে যান, সুন্দর এমব্রয়ডারিও করতে পারেন। তিনি আবার বলেন মানুষের নাম জিনিসটাও ফেলনা নয়, ওটাও সুন্দর হতে হয়। ননীদি 'সুবোধিনী' নামটি বদলে 'সুচরিতা' করার কথা বলেছেন। মেয়ের মনের ইচ্ছে বাবাকে ভাবাচ্ছে। সেখানে পাশের বাড়ির আরেক নবীন শিক্ষিত দম্পতির জীবনযাপনও প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই বাড়ির বৌটি গাছে জল দেয়, পোলাও মাংস রান্না করে, বরের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায় এবং ছেলেকে পড়ায়।

সুবোধিনীর বাবার মানসিক পরিবর্তনে দ্রুততা আসে–

> "সকালে উঠিয়া সুবোধিনীকে চুপিচুপি ডাকিয়া কহিলাম, আজ তুই স্কুলে ভর্তি হবি। আমার কাছে টাকা নিয়ে রাখিস। ফর্ম্ম আনিস, আমি সব লিখে দেবো, ভেবে দেখলাম আমার আপত্তি নেই। সুবোধিনী লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, ফর্ম্ম কবে এনে রেখেছি। ননীদি সব ঠিক করে দেবেন বলেছেন।"[৩৩]

স্কুলকেন্দ্রিক গল্প বা স্কুলের গল্পের মুখ্য বিষয় হল স্কুল চলাকালীন শিক্ষক-ছাত্র, ছাত্র-ছাত্র বা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ছাত্র-অভিভাবকদের সম্পর্কের গল্প। আলোচ্য গল্পটি এমনই এক গল্প যা স্কুলে প্রবেশের গল্প বলে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের উপনিবেশেই এমন সম্ভব। আশালতা সিংহের এই গল্পটি এখানেই অভিনব। ইংরাজ আমলে যেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কারদের বহু প্রচেষ্টায় নতুন করে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন করতে হয়েছিল সেখানে এমন গল্প সমাজের দর্পণ।

নারীজাতির শিক্ষা যে শুধু তাকেই শিক্ষিত করে না, পারিবারিক জীবনচর্যার মান উন্নত করে এই বার্তাটি ও লেখিকা দিচ্ছেন। ধীরগতির ভারী নাম আধুনিক বাঙালি রমণী বিংশশতকে আর পছন্দ করেনি, নাম ক্রমে ছোটো হয়ে এক কথায় 'স্মার্ট' হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে লেখিকার নাম সংক্রান্ত এই উল্লেখ ভালো লাগে। গল্পটির মনস্তাত্ত্বিক আবহ আশালতা সিংহের লেখনীর জোরকেই প্রমাণ করে।

সুখলতা রাও এবং আশালতা সিংহের ইস্কুলের গল্পগুলির আলোচনা ব্যতিরেকে বাংলা শিশু সাহিত্যের বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব নয়। নিজস্ব কথনভঙ্গি, শব্দচয়ন, পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য তাঁদের বিশিষ্টতা দান করেছে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা', গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 177 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০৫
২. শর্মা, ঈশ্বরচন্দ্র, ‘বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ’, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৫, সরস্বতী সংস্করণ, পৃ. ২৯
৩. তদেব, পৃ. ৩০
৪. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’, গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ. ১০৫
৫. শর্মা, ঈশ্বরচন্দ্র, ‘বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ’, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৫, সরস্বতী সংস্করণ, পৃ. ৩২
৬. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’, গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ. ১০৫
৭. তদেব, পৃ. ১০৬
৮. তদেব, পৃ. ১০৭
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থজিৎ, (সম্পাদিত), ‘বালক’, পারুল, ২০১৩, পৃ. ২৫৩
১০. দেবসেন, নবনীতা, রক্ষিত, সমীর, গুপ্ত, শ্যামলী, (সম্পাদিত), ‘নারী তুমি অর্ধেক আকাশ’, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮০
১১. রাও, সুখলতা, ‘রচনা সংগ্রহ-২’, থীমা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১০৭
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘সঞ্চয়িতা’, বিশ্বভারতী, ১৯৬৬, পৃ. ২১৮
১৪. রাও, সুখলতা, ‘রচনা সংগ্রহ-২’, থীমা, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১০৭
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. তদেব, পৃ. ২৫
১৭. তদেব, পৃ. ২৭
১৮. তদেব, পৃ. ২৭
১৯. তদেব, পৃ. ৮২
২০. তদেব, পৃ. ৮১
২১. তদেব, পৃ. ৯৪
২২. সেন, অশোক, দাশমুন্সী, শুভেন্দু, (সম্পাদিত), ‘ইস্কুলের গল্প’, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃ. ১৯৩
২৩. তদেব, পৃ. ১৯৭
২৪. তদেব, পৃ. ১৯৭
২৫. তদেব, পৃ. ১৯৭
২৬. বন্দ্যোপাধায়, শিবাজী, ‘বাংলা শিশু সাহিত্যের ছোটো মেয়েরা’, গাংচিল, কলকাতা-৭০০১১১, প্রথম প্রকাশ ১৪১৪, পৃ. ১১৪
২৭. সেন, অশোক, দাশমুন্সী, শুভেন্দু, (সম্পাদিত), ‘ইস্কুলের গল্প’, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, ২০০২, পৃ. ৯৭
২৮. তদেব, পৃ. ১৯৩
২৯. তদেব, পৃ. ১৯৪
৩০. তদেব, পৃ. ১৯৫
৩১. Rousseau, Jean-Jacques, ‘Emile Book II’, translated by Barbara Foxley, New York, 1955, p. 54
৩২. দেবসেন, নবনীতা, রক্ষিত, সমীর, গুপ্ত, শ্যামলী, (সম্পাদিত), ‘নারী তুমি অর্ধেক আকাশ’, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮০
৩৩. তদেব, পৃ. ১৮৫